# ১৯২৩ সনের সরকারি গোপনীয়তা আইন

(১৯২৩ সনের ১৯ নং আইন)

ভূমিকা : ***** [বিলুপ্ত] ; যেহেতু সরকারি গোপনীয়তা সম্পর্কিত আইন বাংলাদেশে একত্রীকরণ ও সংশোধন করা সমীচীন; সেহেতু এতদ্দারা নিম্নোক্ত আইনসমূহ প্রণীত হলো:

## ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, আওতা ও প্রয়োগ :

(১) এই আইন সরকারি গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী প্রযোজ্য হইবে, এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিক ও [প্রজাতন্ত্রের] চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও তাহারা যেখানেই থাকুক না কেন, প্রযোজ্য হইবে।

## ২। সংজ্ঞা:

এই আইনে, যদি না বিষয় বা প্রসঙ্গে কিছু বিপরীত না থাকে, তবে-

(১) সরকার-সংশ্লিষ্ট কোনো স্থানের কোনো উল্লেখের মধ্যে সরকারের কোনো বিভাগ কর্তৃক অধিকৃত কোনো স্থান অন্তর্ভুক্ত হইবে, সেই স্থানটি সরকারের উপর অর্পিত থাকুক বা না থাকুক;

(২) "আদান-প্রদান" বা "গ্রহণ" শব্দগুলির অভিব্যক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনো আদান-প্রদান বা গ্রহণ অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং কোনো স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট, দলিল বা তথ্যের মূল বিষয়বস্তু বা কেবল উহার সারসংক্ষেপ, কার্যকারিতা বা বিবরণ আদান-প্রদান বা গ্রহণ করা হইলেও এই অভিব্যক্তি প্রযোজ্য হইবে; কোনো স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট বা দলিল "অর্জন" বা "ধারণ" সম্পর্কিত অভিব্যক্তির মধ্যে কোনো স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট বা দলিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুলিপি তৈরি করা বা অনুলিপি তৈরি করার ব্যবস্থা করা অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং কোনো স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট বা দলিলের আদান-প্রদান সম্পর্কিত অভিব্যক্তির মধ্যে উক্ত স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট বা দলিলের হস্তান্তর বা সঞ্চালন অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) "দলিল"-এর মধ্যে একটি দলিলের অংশও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪) "মডেল"-এর মধ্যে নকশা, প্রতিরূপ এবং নমুনা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) "যুদ্ধাস্ত্র"-এর মধ্যে কোনো জাহাজ, ডুবোজাহাজ, উড়োজাহাজ, ট্যাঙ্ক বা অনুরূপ ইঞ্জিন, অস্ত্র ও গোলাবারুদ, টর্পেডো বা মাইন, যাহা যুদ্ধের সময় ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত বা উপযোগী এবং অন্য কোনো বস্তু, উপাদান বা যন্ত্র, যাহা প্রকৃত বা প্রস্তাবিত, এবং উক্ত ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত, উহার সম্পূর্ণ বা কোনো অংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) "সরকারি চাকরি"-এর মধ্যে সরকারের কোনো বিভাগে বা উহার অধীনে কোনো অফিস বা কর্মসংস্থান অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "ফটোগ্রাফ"-এর মধ্যে একটি অপরিশোধিত ফিল্ম বা প্লেট অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) "নিষিদ্ধ স্থান" অর্থ-

(ক) প্রতিরক্ষা কর্ম, অস্ত্রাগার, নৌ, সামরিক বা বিমান বাহিনীর স্থাপনাক্ষেত্র বা স্টেশন, মাইন, মাইনক্ষেত্র, শিবির, জাহাজ বা উড়োজাহাজ যাহা সরকারের বা সরকারের পক্ষে অধিকৃত বা সংশ্লিষ্ট, কোনো সামরিক টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন যাহা অনুরূপভাবে অধিকৃত বা সংশ্লিষ্ট, কোনো বেতার বা সংকেত স্টেশন বা অফিস যাহা অনুরূপভাবে অধিকৃত বা সংশ্লিষ্ট এবং কোনো কারখানা, ডকইয়ার্ড বা অন্য কোনো স্থান যাহা অনুরূপভাবে অধিকৃত বা সংশ্লিষ্ট এবং যুদ্ধাস্ত্র বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল বা দলিল তৈরি, মেরামত, নির্মাণ বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় কোনো ধাতু, তেল বা খনিজ পদার্থ আহরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়;

(খ) সরকারের কোনো স্থানে না হলেও যেখানে কোনো যুদ্ধাস্ত্র বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো স্কেচ, মডেল, পরিকল্পনা বা দলিল সরকারের সাথে বা সরকারের পক্ষে কোনো ব্যক্তির সাথে চুক্তি অনুসারে অথবা অন্যভাবে সরকারের পক্ষে তৈরি, মেরামত, আহরণ বা সংরক্ষণ করা হয়;

(গ) সরকারের মালিকানাধীন বা উহার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো স্থান যাহা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্যে একটি নিষিদ্ধ স্থান হিসাবে ঘোষণা করা হয় এই কারণে যে, তৎসম্পর্কিত তথ্য বা উহার কোনো ক্ষতি শত্রুর জন্য উপযোগী হইবে, এবং যেই স্থানে তৎসম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনের একটি অনুলিপি ইংরেজি ও [বাংলা] ভাষায় সংযুক্ত করা হইয়াছে;

(ঘ) কোনো রেলপথ, সড়ক, পথ বা চ্যানেল, অথবা স্থল বা জলপথে যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম (যাহার অংশ বা তৎসঙ্গে সংযুক্ত কোনো কাজ বা কাঠামো অন্তর্ভুক্ত) অথবা গ্যাস, জল বা বিদ্যুৎ বা জনহিতকর উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহৃত অন্য কোনো কাজের জন্য ব্যবহৃত কোনো স্থান, অথবা এমন কোনো স্থান যেখানে যুদ্ধাস্ত্র বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো স্কেচ, মডেল, পরিকল্পনা বা দলিল সরকারের পক্ষে ব্যতীত অন্য কোনোভাবে তৈরি, মেরামত বা সংরক্ষণ করা হয়, যাহা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্যে একটি নিষিদ্ধ স্থান হিসাবে ঘোষণা করা হয় এই কারণে যে, তৎসম্পর্কিত তথ্য, বা উহার ধ্বংস বা বাধা প্রদান, বা উহার কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ শত্রুর জন্য উপযোগী হইবে, এবং যেই স্থানে তৎসম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনের একটি অনুলিপি ইংরেজি ও [বাংলা] ভাষায় সংযুক্ত করা হইয়াছে:

শর্ত থাকে যে, যেখানে উপ-দফা (গ) বা উপ-দফা (ঘ)-এর অধীনে কোনো স্থানকে নিষিদ্ধ স্থান হিসাবে ঘোষণা করার জন্য সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত না হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘোষণা একটি আদেশের মাধ্যমে করা যাইবে, যাহার একটি অনুলিপি বা বিজ্ঞপ্তি নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশের স্থানে অথবা নিকটবর্তী কোনো প্রকাশ্য স্থানে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইবে;

(৯) "স্কেচ"-এর মধ্যে কোনো স্থান বা বস্তুর প্রতিকৃতি বা অন্য কোনো পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(১০) "পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট"-এর মধ্যে সমমর্যাদা বা উর্ধ্বতন পদের কোনো পুলিশ কর্মকর্তা এবং এমন কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার উপর এই আইনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে।

**৩। গুপ্তচরবৃত্তির জন্য দণ্ড :**

(১) যদি কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্যে-

(ক) কোনো নিষিদ্ধ স্থানের নিকটবর্তী হয়, পরিদর্শন করে, অতিক্রম করে বা উহার আশেপাশে থাকে, অথবা তাহাতে প্রবেশ করে; অথবা

(খ) কোনো স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল বা নোট তৈরি করে যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো শত্রুর জন্য উপযোগী হইতে পারে বা হইতে অভিপ্রেত; অথবা

(গ) কোনো গোপন সরকারি সংকেত বা পাসওয়ার্ড, অথবা কোনো স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট বা অন্য কোনো দলিল বা তথ্য যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো শত্রুর জন্য উপযোগী হইতে পারে বা হইতে অভিপ্রেত, তাহা অর্জন, সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ বা প্রকাশ করে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করে; তাহা হইলে সে এই ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী হইবে।

(২) এই ধারার অধীনে কোনো অপরাধের জন্য দন্ডনীয় কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলায়, যাহার দন্ড চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড হইতে পারে, ইহা প্রমাণ করা আবশ্যক হইবে না যে অভিযুক্ত ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্য প্রদর্শনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য দোষী ছিলেন, এবং যদিও তাহার বিরুদ্ধে এমন কোনো অপরাধ প্রমাণিত না হয়, যদি মামলার পরিস্থিতি বা তাহার আচরণ বা প্রমাণিত পরিচিত চরিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে তাহার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর ছিল, তাহা হইলে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে; এবং যদি কোনো স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট, দলিল বা তথ্য, যাহা কোনো নিষিদ্ধ স্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত বা সেখানে

ব্যবহৃত হয়, অথবা এমন কোনো স্থানের কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত, অথবা কোনো গোপন সরকারি সংকেত বা পাসওয়ার্ড, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, যিনি আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করেন এমন ব্যক্তি নন, তৈরি, অর্জন, সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ, প্রকাশিত বা আদান-প্রদান করা হয় এবং মামলার পরিস্থিতি বা তাহার আচরণ বা প্রমাণিত পরিচিত চরিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে তাহার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর ছিল, তাহা হইলে এই ধরনের স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট, দলিল বা তথ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে তৈরি, অর্জন, সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ, প্রকাশিত বা আদান-প্রদান করা হয়েছে বলিয়া অনুমান করা হইবে।

(৩) এই ধারার অধীনে কোনো অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তি দন্ডনীয় হইবে-

(ক) যেখানে সংঘটিত অপরাধটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বিদেশি শক্তির স্বার্থে বা সুবিধার জন্য অভিপ্রেত বা পরিগণিত হয়, অথবা কোনো প্রতিরক্ষা কর্ম, অস্ত্রাগার, নৌ, সামরিক বা বিমান বাহিনীর স্থাপনাক্ষেত্র বা স্টেশন, মাইন, মাইনক্ষেত্র, কারখানা, ডকইয়ার্ড, শিবির, জাহাজ বা উড়োজাহাজ সম্পর্কিত বা অন্যভাবে বাংলাদেশের নৌ, সামরিক বা বিমান বাহিনীর বিষয়াবলী সম্পর্কিত অথবা কোনো গোপন সরকারি সংকেত সম্পর্কিত, সেইক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড, অথবা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে; এবং

(খ) অন্য কোনো ক্ষেত্রে, তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে।

### ৩ক। নিষিদ্ধ ও বিজ্ঞাপিত এলাকার ছবি, স্কেচ ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা :

(১) কোনো ব্যক্তি, সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রদত্ত লিখিত অনুমতি ব্যতীত, কোনো নিষিদ্ধ স্থানের অথবা বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে [সরকারের] কাছে সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয় এমন কোনো স্থান বা এলাকার, বা অনুরূপ কোনো স্থান বা এলাকার কোনো অংশ বা বস্তুর কোনো ফটোগ্রাফ, স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, নোট বা কোনো ধরনের প্রতিকৃতি তৈরি করিবে না।

(২) সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রদত্ত অনুমতির বলে তৈরি কোনো ফটোগ্রাফ, স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, নোট বা কোনো ধরনের প্রতিকৃতি প্রকাশ করা হইবে না যতক্ষণ না তাহা আদেশে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির কাছে জমা দেওয়া ও অনুমোদিত হয়, এবং এইভাবে জমা দেওয়া যেকোনো বস্তু তিনি ধরে রাখতে, ধ্বংস করতে বা অন্যভাবে নিষ্পত্তি করতে পারেন।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি এই ধারার কোনো বিধান লঙ্ঘন করে, তবে সে তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

### ৪। বিদেশি এজেন্টের সহিত যোগাযোগের প্রমাণ :

(১) ধারা ৩ এর অধীনে কোনো অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেকোনো কার্যধারায়, যদি সে বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে কোনো বিদেশি এজেন্টের সহিত যোগাযোগ করে বা যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, সেই তথ্যটি প্রাসঙ্গিক হইবে এই উদ্দেশ্যে যে, সে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্যে এমন কোনো তথ্য অর্জন বা অর্জন করার চেষ্টা করেছে যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো শত্রুর জন্য উপযোগী হইতে পারে বা হইতে অভিপ্রেত।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যে, তবে পূর্বোক্ত বিধানের সাধারণতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া,-

(ক) কোনো ব্যক্তি বিদেশি এজেন্টের সহিত যোগাযোগ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যদি-

(i) সে, বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে, কোনো বিদেশি এজেন্টের ঠিকানায় পরিদর্শন করে বা কোনো বিদেশি এজেন্টের সহিত মেলামেশা বা সম্পর্ক স্থাপন করে; অথবা

(ii) বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে, কোনো বিদেশি এজেন্টের নাম বা ঠিকানা, অথবা তৎসম্পর্কিত অন্য কোনো তথ্য তাহার দখলে পাওয়া যায়, অথবা সে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে তা অর্জন করে;

(খ) "বিদেশি এজেন্ট" অভিব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে যিনি কোনো বিদেশি শক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কোনো কাজ করার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত আছেন বা ছিলেন অথবা যার সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কারণে সন্দেহ করার কারণ আছে যে তিনি এমন কাজে নিযুক্ত আছেন বা ছিলেন, অথবা যিনি কোনো বিদেশি শক্তির স্বার্থে বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে এমন কোনো কাজ করেছেন বা করার চেষ্টা করেছেন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা হয় যে তিনি এমন কাজ করেছেন বা করার চেষ্টা করেছেন;

(গ) কোনো ঠিকানা, বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে, যার সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কারণে সন্দেহ করার কারণ আছে যে এটি কোনো বিদেশি এজেন্টের জন্য অভিপ্রেত যোগাযোগ গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়, অথবা যে ঠিকানায় কোনো বিদেশি এজেন্ট বসবাস করে, বা যেখানে সে যোগাযোগ দেওয়া বা নেওয়ার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে, অথবা যেখানে সে কোনো ব্যবসা পরিচালনা করে, তা বিদেশি এজেন্টের ঠিকানা হিসাবে অনুমান করা যাইতে পারে, এবং এমন ঠিকানায় প্রেরিত যোগাযোগ বিদেশি এজেন্টের সহিত যোগাযোগ হিসাবে গণ্য হইবে।

## ৫। তথ্যের অবৈধ আদান-প্রদান ইত্যাদি :

(১) যদি কোনো ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে কোনো গোপন সরকারি সংকেত বা পাসওয়ার্ড অথবা কোনো স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট, দলিল বা তথ্য থাকে যাহা কোনো নিষিদ্ধ স্থানের সাথে সম্পর্কিত বা সেখানে ব্যবহৃত হয়, অথবা এমন কোনো স্থানে কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত, অথবা যাহা এই আইনের লঙ্ঘন করে তৈরি বা অর্জিত হয়েছে, অথবা যাহা সরকারি পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাহার প্রতি গোপনে ন্যস্ত করা হয়েছে, অথবা যাহা সে সরকারি পদে অধিষ্ঠিত বা অধিষ্ঠিত ছিল এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে অথবা সরকারের পক্ষে চুক্তি ধারণকারী বা ধারণকারী ছিল এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে অথবা সরকারি পদে বা চুক্তির অধীনে নিযুক্ত বা নিযুক্ত ছিল এমন একজন ব্যক্তির অধীনে নিযুক্ত বা নিযুক্ত ছিল এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে তাহার অবস্থানের কারণে অর্জন করেছে বা তাতে প্রবেশাধিকার ছিল-

(ক) সে স্বেচ্ছায় উক্ত সংকেত বা পাসওয়ার্ড, স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট, দলিল বা তথ্য এমন কোনো ব্যক্তিকে আদান-প্রদান করে, যিনি ইহা আদান-প্রদানের জন্য অনুমোদিত নন, অথবা কোনো বিচারালয় বা এমন কোনো ব্যক্তি নন, যাহার কাছে রাষ্ট্রের স্বার্থে ইহা আদান-প্রদান করা তাহার কর্তব্য; অথবা

(খ) সে তাহার দখলে থাকা তথ্য কোনো বিদেশি শক্তির সুবিধার জন্য অথবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর অন্য কোনো উপায়ে ব্যবহার করে; অথবা

(গ) সে স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট বা দলিল তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে রাখে যখন তাহার ইহা ধারণ করার কোনো অধিকার নাই, অথবা যখন ইহা ধারণ করা তাহার কর্তব্যের পরিপন্থী, অথবা সে স্বেচ্ছায় তাহা ফেরত বা নিষ্পত্তির বিষয়ে আইনসম্মত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে ব্যর্থ হয়; অথবা

(ঘ) সে স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট, দলিল, গোপন সরকারি সংকেত বা পাসওয়ার্ড বা তথ্যের যুক্তিসঙ্গত যত্ন নিতে ব্যর্থ হয়, অথবা এমনভাবে আচরণ করে যাহা উহার নিরাপত্তা বিপন্ন করে; তাহা হইলে সে এই ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী হইবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো গোপন সরকারি সংকেত বা পাসওয়ার্ড অথবা কোনো স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট, দলিল বা তথ্য গ্রহণ করে এই জ্ঞান বা যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস থাকার কারণে যে, ইহা এই আইনের লঙ্ঘন করে আদান-প্রদান করা হয়েছে, তবে সে এই ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী হইবে।

(৩) এই ধারার অধীনে কোনো অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে-

(ক) যেখানে সংঘটিত অপরাধটি উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর লঙ্ঘন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বিদেশি শক্তির স্বার্থে বা সুবিধার জন্য অভিপ্রেত বা পরিগণিত হয়, অথবা কোনো প্রতিরক্ষা কর্ম, অস্ত্রাগার, নৌ, সামরিক বা বিমান বাহিনীর স্থাপনাক্ষেত্র বা স্টেশন, মাইন, মাইনক্ষেত্র, কারখানা, ডকইয়ার্ড, শিবির, জাহাজ বা উড়োজাহাজ সম্পর্কিত বা অন্যভাবে বাংলাদেশের নৌ, সামরিক বা বিমান বাহিনীর বিষয়াবলী সম্পর্কিত অথবা কোনো গোপন সরকারি সংকেত সম্পর্কিত, সেইক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড, অথবা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে; এবং

(খ) অন্য কোনো ক্ষেত্রে, দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে।

## ৭। পুলিশ কর্মকর্তা বা বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাজে বাধা প্রদান :

(১) কোনো ব্যক্তি কোনো নিষিদ্ধ স্থানের আশেপাশে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, অথবা কোনো নিষিদ্ধ স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রহরীর দায়িত্ব, সেন্ট্রি, টহল বা অন্য কোনো অনুরূপ দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর কোনো সদস্যকে বাধা প্রদান, জেনে-শুনে বিভ্রান্ত করা বা অন্যভাবে হস্তক্ষেপ করা বা বাধা দেওয়া করিবে না।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি এই ধারার বিধানাবলীর লঙ্ঘন করে কাজ করে, তবে সে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

## ৮। অপরাধ সংঘটন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের কর্তব্য :

(১) ধারা ৩ এর অধীনে বা ধারা ৯ এর সাথে পঠিতব্য ধারা ৩ এর অধীনে কোনো অপরাধ বা সন্দেহজনক অপরাধ সম্পর্কিত তাহার ক্ষমতায় থাকা কোনো তথ্য, কোনো পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, অথবা এই উদ্দেশ্যে [পুলিশ মহাপরিদর্শক বা, কোনো মেট্রোপলিটন এলাকায়, পুলিশ কমিশনার] কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্ন নয় এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, অথবা প্রহরী, সেন্ট্রি, টহল বা অন্য কোনো অনুরূপ দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর কোনো সদস্যের চাহিদামাত্র প্রদান করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হইবে, এবং যদি এইরূপ তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা হয়, তবে যুক্তিসঙ্গত সময় ও স্থানে উপস্থিত থাকিতে বাধ্য থাকিবে এবং তাহার যুক্তিসঙ্গত ব্যয় প্রদান করা হইবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো তথ্য প্রদান করিতে বা উপরে উল্লিখিত হিসাবে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হয়, তবে সে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

## ৯। অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা, প্ররোচনা ইত্যাদি :

যে কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করে বা উহার প্ররোচনা দেয়, সে উক্ত অপরাধ সংঘটন করিলে যেরূপ দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে যেরূপ কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে, সেইরূপ দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে সেইরূপ কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে।

## ১০। গুপ্তচরদের আশ্রয় প্রদানের জন্য দণ্ড :

(১) যদি কোনো ব্যক্তি জেনে-শুনে এমন কোনো ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় যাকে সে জানে বা যুক্তিসঙ্গত কারণে সন্দেহ করার কারণ আছে যে সে ধারা ৩ এর অধীনে বা ধারা ৯ এর সাথে পঠিতব্য ধারা ৩ এর অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটন করিতে যাচ্ছে বা করিয়াছে, অথবা জেনে-শুনে তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনো প্রাঙ্গণে এমন কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ বা একত্রিত হওয়ার অনুমতি দেয়, তবে সে এই ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী হইবে।

(২) উপরে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদানকারী অথবা তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনো প্রাঙ্গণে এমন কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ বা একত্রিত হওয়ার অনুমতি প্রদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হইবে, এই উদ্দেশ্যে [পুলিশ মহাপরিদর্শক বা, কোনো মেট্রোপলিটন এলাকায়, পুলিশ কমিশনার] কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা পরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্ন নয় এমন অন্য কোনো পুলিশ কর্মকর্তার চাহিদামাত্র, তাহার ক্ষমতায় থাকা এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রদান করা, এবং যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হয়, তবে সে এই ধারার অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী হইবে।

(৩) এই ধারার অধীনে কোনো অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

## ১১। তল্লাশি পরোয়ানা :

(১) যদি কোনো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট শপথের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা সন্তুষ্ট হন যে, এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বা সংঘটিত হতে চলেছে বলে সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, তবে তিনি একটি তল্লাশি পরোয়ানা প্রদান করিতে পারেন, যাহা পরোয়ানায় উল্লিখিত কোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে, যিনি কোনো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদমর্যাদার নিম্ন নন, যে কোনো সময় পরোয়ানায় উল্লিখিত কোনো প্রাঙ্গণে বা স্থানে প্রবেশ করার, প্রয়োজনে বলপূর্বক, এবং উক্ত প্রাঙ্গণ বা স্থান এবং সেখানে পাওয়া প্রতিটি ব্যক্তিকে তল্লাশি করার, এবং কোনো স্কেচ, পরিকল্পনা, মডেল, বস্তু, নোট বা দলিল, বা অনুরূপ কোনো বস্তু, অথবা এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বা সংঘটিত হতে চলেছে এমন কোনো অপরাধের প্রমাণ, যাহা তিনি উক্ত প্রাঙ্গণে বা স্থানে বা এমন কোনো ব্যক্তির নিকট পান, এবং যাহার সঙ্গে বা যাহার প্রসঙ্গে তাহার এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বা সংঘটিত হতে চলেছে বলে সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, তাহা জব্দ করার ক্ষমতা প্রদান করিবে।

(২) যেখানে কোনো পুলিশ কর্মকর্তার, যিনি পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদমর্যাদার নিম্ন নন, কাছে প্রতীয়মান হয় যে, মামলাটি অত্যন্ত জরুরি এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, সেখানে তিনি তাহার হস্তাক্ষরে লিখিত আদেশ দ্বারা যেকোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে এই ধারার অধীনে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের পরোয়ানায় যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে, সেইরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন।

(৩) যেখানে উপ-ধারা (২) এর অধীনে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, সেখানে তিনি যত দ্রুত সম্ভব জেলা বা সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন দিবেন।

## ১২। গ্রেপ্তারের ক্ষমতা :

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) বিলুপ্ত;

(খ) এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ, যাহা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় নহে, তাহা একটি আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য অপরাধ হইবে; এবং

(গ) বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর যেকোনো সদস্য, কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত এবং পরোয়ানা ব্যতীত, কোনো নিষিদ্ধ স্থানে বা উহার আশেপাশে এমন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন যিনি ধারা ৩ এর অধীনে, বা ধারা ৯ এর সাথে পঠিতব্য ধারা ৩ এর অধীনে, অথবা ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) বা দফা (খ) এর অধীনে, অথবা ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীনে কোনো অপরাধে জড়িত ছিলেন, অথবা যার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ করা হয়েছে বা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে, অথবা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ বিদ্যমান যে তিনি এইভাবে জড়িত ছিলেন, এবং তিনি গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে বিনা কারণে বিলম্ব না করিয়া মামলায় এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা কোনো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হাজির বা প্রেরণ করিবেন, এবং অতঃপর উক্ত কার্যবিধির বিধানাবলী যাহা পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেপ্তারকৃত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এবং যাকে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা কোনো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হাজির বা প্রেরণ করা হয়েছে, তাহার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

## ১৩। অপরাধের বিচার সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা :

(১) কোনো আদালত (কোনো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ব্যতীত, যিনি এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত), যাহা একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধস্তন, এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের বিচার করিবে না।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারাধীন থাকা অবস্থায় অভিযোগ গঠনের পূর্বে যে কোনো সময় দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার দাবি করে, তবে ম্যাজিস্ট্রেট, যদি তিনি

অভিযুক্তকে অব্যাহতি না দেন, তবে মামলাটি উক্ত আদালত কর্তৃক বিচারের জন্য সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন, যদিও তা এমন কোনো মামলা নয় যাহা একচেটিয়াভাবে সেই আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য।

(৩) কোনো আদালত এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের cognizance (বিচারার্থে গ্রহণ) করিবে না যতক্ষণ না সরকার কর্তৃক আদেশে অথবা সরকারের বা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার অনুমতিতে অভিযোগ করা হয়:

শর্ত থাকে যে, কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাইবে, বা তাহার গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারি ও কার্যকর করা যাইবে, এবং এমন কোনো ব্যক্তিকে হেফাজতে বা জামিনে রিমান্ডে রাখা যাইবে, যদিও এমন অভিযোগ করা হয় নাই, কিন্তু যতক্ষণ না এমন অভিযোগ করা হয়, ততক্ষণ কোনো পরবর্তী বা অন্য কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের বিচারের উদ্দেশ্যে, অপরাধটি সেই স্থানে সংঘটিত হয়েছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে যেখানে ইহা প্রকৃতপক্ষে সংঘটিত হয়েছিল অথবা বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে যেখানে অপরাধীকে পাওয়া যাইবে।

(৫) [১৯৬৪ সনের কেন্দ্রীয় আইন অভিযোজন আদেশের ২ নং অনুচ্ছেদ এবং তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

(৬) সরকার, যদি উপযুক্ত মনে করে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারে যে, ধারা ৩ এর অধীনে, বা ধারা ৯ এর সাথে পঠিতব্য ধারা ৩ এর অধীনে, অথবা ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) বা দফা (খ) এর অধীনে, অথবা ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীনে কোনো অপরাধের বিচারের জন্য পদ্ধতি যাহা ১৯৪৩ সনের শত্রু এজেন্ট অধ্যাদেশ, বা ১৯৫৮ সনের []* ফৌজদারি আইন সংশোধন আইনের অধীনে অপরাধের জন্য নির্ধারিত আছে, তাহাই হইবে।

## ১৪। কার্যধারা থেকে জনসাধারণকে বহিষ্কার :

আদালতের যেকোনো ক্ষমতা ছাড়াও এবং কোনো আদালতের কোনো কার্যধারা থেকে জনসাধারণকে বহিষ্কার করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, যদি এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো কার্যধারার সময় বা আপিলের কার্যধারায়, অথবা এই আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তির বিচারের সময়, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয় এই যুক্তিতে যে, কার্যধারার সময় প্রদত্ত কোনো সাক্ষ্য বা বিবৃতি প্রকাশ করা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হইবে, তবে আদালত উহার যেকোনো অংশ চলাকালীন সকল বা কোনো অংশ জনসাধারণকে বহিষ্কার করার জন্য আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু দণ্ড প্রদান যে কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে হইবে।

## ১৫। কোম্পানি ইত্যাদির দ্বারা অপরাধ :

যেখানে এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তি একটি কোম্পানি বা কর্পোরেশন, সেই কোম্পানির বা কর্পোরেশনের প্রতিটি পরিচালক এবং কর্মকর্তা যাহার জ্ঞান ও সম্মতিসহ অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে, সেই একই অপরাধের জন্য দোষী হইবে।

## ১৬। **[ বিলুপ্ত ]

[১৯২৭ সনের রহিতকরণ আইন (১৯২৭ সনের ১২ নং আইন) এর ২ নং ধারা এবং তফসিল দ্বারা রহিত।]

**দায় বর্জন নীতি: আমি আমার যতোটুকু জ্ঞান ও অনুবাদ করার যোগ্যতা রাখি তার উপর ভিত্তি করে এই অনুবাদ করেছি। পাঠকের পড়া ও বুঝার জন্য এই অনুবাদ প্রকাশ করলাম। ইংরেজি পাঠের ভিন্নতা যদি আরও থাকে তা অনুবাদকের অজ্ঞাত। এর জন্য অনুবাদক দায়ি নয়।**